প্রথম জাতীয় চর সম্মেলন ২০১৫

1st NATIONAL CHAR CONVENTION 2015

চরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ুক উন্নয়নের আলো

১৪ দফা দাবিনামা

শুভেচ্ছা বাণী

দেশের পিছিয়ে থাকা অন্যতম বৃহৎ চর জনগোষ্ঠীর মাঝে উন্নয়নের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে গত ৬ জুন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) কমপ্লেক্সে ১ম জাতীয় চর সম্মেলন-২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চরবাসীদের উন্নয়নে কাজ করে এমন শতাধিক স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি মিলিয়ে সহস্রাধিক-এরও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। ১ম জাতীয় চর সম্মেলনে জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপিসহ নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগী, চরের বাসিন্দা, গণমাধ্যম কর্মী, গবেষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন চর থেকে আসা সংগ্রামী মানুষদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে।

প্রথমবারের মতো আয়োজিত চর সম্মেলনে উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠানসহ মোট ৬টি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন ও বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক মোট ১৫টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। ৬টি বিশেষ অধিবেশনের বিষয় ছিল-মানব সম্পদ (স্বাস্থ্য ও শিক্ষা), সাধারণ সম্পদে প্রবেশাধিকার, কৃষি ও জীবিকা, জাতীয় নীতিমালা ও পরিকল্পনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং মানবাধিকার ও সুশাসন।

প্রতিটি অধিবেশনই সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে ছিল প্রাণবন্ত। বিশেষ করে চরের নারীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। নিজেদের বেঁচে থাকা, সংগ্রাম আর দুর্যোগ মোকাবিলা, সরকারি সেবার অপ্রতুলতা ও সামাজিক অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে তারা দৃষ্টি কাড়েন। চরের মানুষের সুখ দুঃখ, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে এর আগে এত বড় কলবরে জাতীয় পর্যায়ে কখনও আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। এই আয়োজনে যেমন বহুমাত্রিকতা ছিল, তেমনি ছিল আগামীর বিস্তর প্রত্যাশা এবং এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন।

দেশের চরাঞ্চল মানেই দুঃখ বঞ্চনার এক দীর্ঘ উপখ্যান। জীবনের সমান যুদ্ধ যেখানে নিয়ত। এই যুদ্ধের যেনো শেষ নেই। শীত, গ্রীস্ম, বর্ষা সব কালেই এখানকার মানুষগুলোকে নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বেঁচে থাকতে হয়। নিত্য নানা সংকট এবং বিপদাপন্নতা, দুঃখ-কষ্ট এবং বেদনা চরবাসীর কাছে নতুন কিছু নয়। বহু নদীবেষ্টিত দেশের চরাঞ্চল নিঃসন্দেহে এক বিপুল সম্পদের ভান্ডার। চরাঞ্চলে যেমন বিবিধ সংকট রয়েছে, তেমনি শত সম্ভাবনাও প্রবাহমান। চরের জনবল যেমন এক মহাশক্তি,

তেমনি এক বিস্তীর্ণ ভূমি যা আমাদের খাদ্য এবং পুষ্টি চাহিদা মেটানোর অন্যতম এক উৎস। বিশেষ করে খাদ্যনিরাপত্তায় চরের ভূমি বড় এক সহায়ক শক্তি।

চরবাসীর উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উন্নয়ন সংস্থা অনেকদিন ধরেই নিবিড়ভাবে কাজ করছে। কৃষিপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধিতে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দৃশ্যমান। তবে এটি সত্য সব চরবাসীর জীবনে বৈপ্লাবিক কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব না হলেও নানান উদ্যোগ ও কর্মসূচি চলমান রয়েছে। আমি মনে করি চরের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে আমাদের ভাবনা ও পরিকল্পনাতে কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি। প্রথম জাতীয় চর সম্মেলন আমাদের ভাবনার দরজাকে নতুন করে খুলে দিয়েছে বললে ভুল হবে না। নীতি নির্ধারকরা অবশ্যই চরের সম্পদ, চরের মানুষকে নিয়ে নতুন করে ভাবনার পাখা মেলাবেন এবং চরের মানুষের খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অধিকারের বিষয়ে সরকার আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

এই মুহূর্তে আমরা মনে করি অতিদরিদ্র চরবাসীর উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কিছু পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। যে পরিকল্পনার আলোকে চরের মানুষের জন্য স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। চর সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত মতামত, আলোচনা আর সুপারিশের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছে চরের মানুষের উন্নয়নে ১৪ দফা। উল্লিখিত দফাগুলোর মধ্যেই চরের মানুষের প্রত্যাশা, অধিকার এবং উন্নয়ন সমুন্নত হয়েছে। ১৪ দফাকে সামনে রেখেই আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি চরের মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে ১৪ দফার মধ্যে যে বিষয়গুলো উত্থাপন করা হয়েছে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে সেগুলো বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে চরবাসীর স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। আসুন সবাই মিলে এই দাবির পক্ষে আরও জনমত গড়ে তুলি। দাবিগুলো বাস্তবায়নে আমরা যথাযথ ভূমিকা পালন করি।

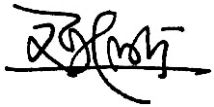

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
চেয়ারপার্সন
প্রথম জাতীয় চর সম্মেলন কমিটি
ও
ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্স

চরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ুক উন্নয়নের আলো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সমুন্নত রেখে চরের মানুষের জন্য স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়ন, বৈষম্যহীন এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের নিকট

১৪ দফা দাবিনামা।

দাবী ১

সকল শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মানের অবকাঠামোগত সুবিধা সুনিশ্চিত করা; পুষ্টিহীনতা থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা; প্রয়োজনীয় উপকরণ ও দক্ষ জনবল নিশ্চিত করা; এবং এক্ষেত্রে সফল উদ্যোগসমূহকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহারের পাশাপাশি দূর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।

দাবী ২

মানসম্মত এবং অধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চর এলাকার জন্য বিশেষ বরাদ্দসাপেক্ষে প্রশিক্ষিত চিকিৎসা কর্মী তৈরী করা এবং জটিল রোগের ক্ষেত্রে রেফারেল ব্যবস্থা জোরদার করা; যাতায়াতের সুব্যবস্থা এবং চরের মানুষ বিনামূল্যে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ নিশ্চিত করতে স্থানীয় কমিউনিটি বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

দাবী ৩

চরাঞ্চলের দূর্গমতা, দুর্বল পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় সংযোগ সড়ক, সাঁকো ও সৌরবিদ্যুৎসহ চরাঞ্চল উপযোগী অবকাঠামো ও যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণ করা।

দাবী ৪

‘দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য জাতীয় পানি ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০১১’-এর আলোকে চরাঞ্চলের মানুষের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশনের অধিকার ও উন্নত স্বাস্থ্যআচরণবিধির জন্য সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারীদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা, এবং চরাঞ্চলের পানি ও স্যানিটেশন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় পানি ও স্যানিটেশন খাতে ন্যায্যতা ও সমতাভিত্তিক বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

দাবী ৫

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে চরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী, দূর্যোগকালীন দূর্গত জনগণের নিকট দ্রুত পৌঁছানো, দূর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণে স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাথে স্থানীয় জনউদ্যোগ সমন্বিত করার পাশাপাশি দূর্যোগসহনশীল জীবিকায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

দাবী ৬

চরের ভূমি, ভূমিতে চরবাসীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সমতলের ভূমি আইনকে চরের প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জন করা এবং সেই লক্ষ্যে চর এলাকায় সরকারি উদ্যোগে একটি যৌথকমিশনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ভূমি জরিপ সম্পন্ন করা। নদীভাঙ্গন থেকে চরভূমি রক্ষার পাশাপাশি চরের জমি অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতারভিত্তিতে স্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং উৎপাদকদের ফসল তোলার সার্বিক কার্যক্রমটি প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দাবী ৭

চরাঞ্চলের জন্য উন্নত ও সহনশীল বীজ উৎপাদন, কৃষক পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণ, কৃষির জন্য গবেষণাসহ সার, সেচ সুবিধা, আধুনিক উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভর্তূকি বৃদ্ধি করা। কৃষিপণ্যের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ, বাজারজাতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায়ভিত্তিক বিপণন ও সংরক্ষণের (হিমাগার) ব্যবস্থা করতে হবে।

দাবী ৮

ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়মিত চরাঞ্চল পরিদর্শন এবং সকল পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা। প্রচলিত সুযোগ-সুবিধার পাশপাশি কৃষিতে ই-প্রযুক্তি (মোবাইল ও ইন্টারনেটভিত্তিক) পরিসেবা চালু ও সম্প্রসারণ করা এবং কৃষিতে নারী শ্রমিকের শ্রম ও সম-মজুরীর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

দাবী ৯

চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন করা, ভৌগলিক ভিন্নতাকে বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও বরাদ্দকে পুনঃর্বিন্যাস করে কর্মসূচিতে চরের জন্য বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা এবং উপকারভোগীদের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে।

দাবী ১০

চর উপযোগী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে সকল সফল উদ্যোগ রয়েছে সেগুলোকে সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মে দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী। এ লক্ষ্যে অপরিকল্পিত এবং বেআইনী মাইগ্রেশন-এর নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী এবং কর্মক্ষম নারী ও পুরুষের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের কাজের পরিসর বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণের মান ও মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

দাবী ১১

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অতিদরিদ্র মানুষের অধিকার ও চরের বিপুল সম্পদকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে সরকারি বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমে প্রান্তিক, ও সমাজ উপেক্ষিত নারী ও পুরুষের সেবার বিষয়টি অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। পাশাপাশি দূর্গম চর এলাকাতে বিভিন্ন সেবা প্রদানে কর্পোরেট সংগঠনগুলোকে কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটির (সিএসআর) কার্যক্রমে উৎসাহিত করতে হবে।

দাবী ১২

জনগণের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে সকল সরকারি সেবা ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন ও নাগরিকের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুশাসনের দৃষ্টান্ত তৈরী করতে হবে।

দাবী ১৩

জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান কৃষি শ্রম ও ভূমি অধিকারসহ সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার বাস্তবায়নে উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দাবী ১৪

সর্বোপরি চরের মানুষের জন্য অধিকারভিত্তিক ও টেকসই উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে একটি ফাউন্ডেশন গঠন এবং চর উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

AKK Amra Kaj Kory
Australian Aid
care
CDF
CEDAR
নাগরিক সংহতি
Citizens' Solidarity
CHARS LIVELIHOODS PROGRAMME
CONCERN worldwide
Dialogue for Democracy
dnet
Friendship
গণচেতনা
GONOCHETONA
ISLAMIC RELIEF Bangladesh
JSKS
JOBS
CREATING OPPORTUNITIES
KOINONIA
MAXWELL STAMP PLC
manusher jonno
promoting human rights and good governance
nijera kori
নিজেরা করি
OKSOCIETY
ONLINE KNOWLEDGE SOCIETY
OXFAM
PRACTICAL ACTION
POLLISREE
PHIB
SEED
SKS
SNKS
SOLIDARITY
SPEEDTRUST
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
swisscontact
UKaid
from the British people
United People's Trust
UST
Unnayan Shahojogy Team
Unnayan Shamannay
Uttaran
Voice
Voices for Interactive Choice & Empowerment
WaterAid
ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

প্রথম
জাতীয় চর
সম্মেলন
২০১৫
1st NATIONAL CHAR
CONVENTION 2015

SECRETARIAT:
Happy Rahman Plaza (4th floor),
25-26 Kazi Nazrul Islam Avenue,
Banglamotor
Dhaka, Bangladesh
Tel: 880-2-58610332, 9664720
Fax: 880-2-58610624
charbangladesh@gmail.com
charbangladesh.com

Designed by
A Plus Communication
www.aplus-bd.com